কালের কণ্ঠ

তারিখ ... 03 JUL 2015 ...
পৃষ্ঠা ... ১৪ কলাম ... ১ .....

বিশৃঙ্খল উচ্চশিক্ষাঙ্গন

শিক্ষার পরিবেশ নিশ্চিত করুন

দেশের উচ্চ শিক্ষাঙ্গন আর সুস্থ নেই। রাজনীতির জাঁতাকলে পিষ্ট শিক্ষাব্যবস্থা, শিক্ষার্থীরা নিপীড়িত। শিক্ষামুখী না হয়ে অনেক শিক্ষক আজ ক্ষমতামুখী; শিক্ষার আদর্শ নয়, তাঁরা তাড়িত দলীয় আদর্শে। রাশ টেনে ধরবে–সে কর্তৃপক্ষই বা কই! উপাচার্য নিয়োগ হবে? রাজনীতির উঁচুতলা থেকে কলকাঠি নাড়ানো হয়। শিক্ষক নিয়োগ হবে? এখানেও নিয়ামক রাজনীতি কিংবা স্বজনপ্রীতি; বলাবাহুল্য, এই অপসংস্কৃতির চর্চায় ক্ষমতাসীন দলই বরং এককাঠি সরেস।

শিক্ষা যদি জাতির মেরুদণ্ড হয়, উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো এমন অঙ্গন, যেখানে মেরুদণ্ড পূর্ণাঙ্গ তথা হৃষ্টপুষ্ট, শক্তসামর্থ্য হয়। দুর্বল মেরুদণ্ডের কুঁজো দেহ ভর সইতে পারে না, হয়ে পড়ে গতিহীন, শ্লথ–মেরুদণ্ডহীন জাতির ক্ষেত্রেও তুলনাটি চলে। নেপোলিয়ন বলেছিলেন, 'আমায় একজন শিক্ষিত মা দাও, তোমাদের একটি শিক্ষিত জাতি দেব।' শিক্ষাঙ্গনও তো এক অর্থে পরিবারেরই সম্প্রসারিত রূপ, যেখানে অভিভাবকসম শিক্ষকরা ছাত্রছাত্রীদের পূর্ণাঙ্গ, আদর্শ মানুষ হিসেবে গড়ে তোলায় প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। সেই শিক্ষকরাই যখন দলবাজ হন, উচ্চশিক্ষাঙ্গনেও যখন অপরাজনীতির কলুষ লাগে তখন শিক্ষিত জাতির স্বপ্নটি অধরাই থেকে যায়।

গতকাল কালের কণ্ঠের শীর্ষ প্রতিবেদনে বলা হয়, গবেষণাহীন, মুখস্থনির্ভর বিদ্যা, রাজনীতি, উপাচার্য ও শিক্ষক নিয়োগ থেকে শিক্ষার্থী ভর্তিতে দলবাজিসহ নানা কারণে সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে বিশৃঙ্খলা এখন চরমে। বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে মেধাহীনদের দাপট–শিক্ষাদানের বদলে সনদ বিক্রি চলছে। জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ও ধুঁকছে সেশনজটে। এসব দেখার দায়িত্ব যাদের, সেই বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনও ঠুঁটো জগন্নাথ। দলবাজিসহ বিভিন্ন জটিলতায় বুয়েটসহ কয়েকটি প্রতিষ্ঠান বন্ধ। আমরা মনে করি, উচ্চশিক্ষাঙ্গনে এমন অচলাবস্থা দীর্ঘদিন চললে যেকোনো সমাজ বা জাতিই অধঃপতনের দিকে ধাবিত হতে পারে।

আমাদের সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলো স্বায়ত্তশাসিত। অযাচিত খবরদারি বা নিয়ন্ত্রণ শিক্ষাদানের অবাধ পরিবেশ ক্ষুণ্ন করতে পারে–এই আশঙ্কা থেকেই তো স্বায়ত্তশাসন। কিন্তু এই সুযোগে কোনো শিক্ষক স্বেচ্ছাচারী হতে পারেন না। ক্ষুদ্র রাজনীতির স্বার্থে অন্যের স্বায়ত্তশাসনে অবাঞ্ছিত হস্তক্ষেপ নয়, ক্ষমতাসীন দল কিংবা নীতিনির্ধারণ কর্তৃপক্ষের কাছ থেকেও এই আচরণ আমরা প্রত্যাশা করি।

অপরাজনীতি কোনো সমাজ বা জাতির ঘাড়ে সওয়ার হলে সে জাতি এগোতে পারে না। রাজনীতির যেকোনো অপদৃষ্টি থেকে শিক্ষাঙ্গনকে নিরাপদ বা পবিত্র রাখার দায়টি অভিভাবক হিসেবে অবশ্যই শিক্ষকের, সেই সঙ্গে রাজনৈতিক মহলেরও। দলীয় স্বার্থ বা ক্ষমতার লোভে কেউই দায়িত্বজ্ঞানহীন হতে পারে না। নীল বা সাদা বর্ণে ভাগ হয়ে শিক্ষকরা সংগঠন করতেই পারেন; কিন্তু তা কিছুতেই শিক্ষাঙ্গনকে কলুষিত করে নয়। শিক্ষক নেতৃত্ব কিছুতেই উপাচার্য নামের পদটির সিঁড়ি হতে পারে না। বরং শিক্ষকসংগঠনগুলোরও মূল উদ্দেশ্য হওয়া উচিত পেশাগত কিংবা শিক্ষার মানের উন্নয়ন। আলোকিত মানুষ হিসেবে শিক্ষকরা অন্ধকার নয়, আলোর ফেরি করবেন–এটাই প্রত্যাশিত। আর জাতির কর্ণধার যে তরুণসমাজ, তাদের মেধার অপচয় হলে আখেরে জাতিকেই মূল্য দিতে হবে।